যায়যায়দিন

তারিখ 10 MAR 2013
পৃষ্ঠা

শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদের আগ্রাসন উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও সরকার

নামকরা বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরদারি

এম মামুন হোসেন

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছেন। জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া বেশিরভাগই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাশাপাশি সরকারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) দেশের নাম করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নজরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইউজিসির একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি ব্লগার আহমেদ রাজীব হত্যার দায়ে দেশের শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ৫ শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'জঙ্গিবাদে' উদ্বুদ্ধ করার গোপন তৎপরতায় প্রতিষ্ঠানটির কিছু শিক্ষক এবং কর্মকর্তা জড়িত বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে 'সন্ত্রাসী উৎপাদনের কারখানা' হিসেবে উল্লেখ করায় তার সত্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র সচিব, শিক্ষা সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ট্রাস্টিদের ১৫ দিনের

আগ্রাসন : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আগ্রাসন : শিক্ষাঙ্গনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, দেশের শীর্ষ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডের ওপর ইউজিসি নজরদারি করবে। এ লক্ষ্যে ইউজিসি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কিছু তথ্য চেয়ে পাঠাবে। এসব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখে জানাতে হবে বলে একাধিক কর্মকর্তা জানান।

এদিকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাঁচ ছাত্র ফয়সাল বিন নাইম (দীপ), মাকসুদুল হাসান (অনিক), এহসান রেজা (রুম্মান), নাঈম শিকদার (ইরাদ) ও নাফিস ইমতিয়াজকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. আবদুস সাত্তার জানান, শৃঙ্খলা কমিটির জরুরি সভায় তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা কিছু শিক্ষার্থীকে জঙ্গিবাদে জড়াতে 'মগজধোলাই' করছেন। এ জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

দেশের প্রথম বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীরেরও তৎপরতা রয়েছে বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে খবর রয়েছে। হিযবুত তাহরীরের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত বছর নাশকতা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার হওয়া নাফিসও একসময় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি বনানী ক্যাম্পাসে সেমিস্টার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি নিনজা বিক্ষোভ করে। ওইসময় ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনে ভাংচুর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রাখে। উভয় গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ছাত্র-পুলিশসহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়। ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিযবুত তাহরীরকে দায়ী করে।

হিযবুত তাহরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমে গ্রেপ্তার হওয়া বেশিরভাগ সদস্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ করে। এরপর থেকে হিযবুত তাহরীর প্রকাশ্যে কোনো তৎপরতা না চালালেও গোপন কর্মকাণ্ড থেমে নেই। ওইসময় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক আহমেদ জামাল ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম মওলা, বাকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের শিক্ষক মামুন আনসারি, লেক হেড গ্রামার স্কুলের গণিত শিক্ষক মনিরুজ্জামান মামুন, রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওমর ফারুক, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আখতার হোসেন ও আবিদুল ইসলাম।

জানা গেছে, ২০০০ সালে লিবারেটেড ইয়ুথের ব্যানারে সংগঠনটি প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। হিযবুত তাহরীর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ২০০১ সালে। হিযবুত তাহরীরের অর্থ মুক্তির দল। তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম ছাত্রমুক্তি। ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছাত্রমুক্তি' ও রোকেয়া হলে 'আলোকিত ছাত্রী ফোরাম' নামে দুটি সংগঠন যাত্রা শুরু করে। ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করলেও প্রথম দিকে হিযবুত তাহরীর ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। জেলা পর্যায়ে সদস্য সংগ্রহ শুরু করে। প্রথমে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল এলিফ্যান্ট রোডের কাঁটাবন মসজিদের পাশে। পরে কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৫৫/এ পুরানা পল্টনের এইচএম সিদ্দিক ম্যানশনের পঞ্চম তলায় স্থানান্তর করা হয়। ২০০৬ সালে প্রথম জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ডিজিটালে হামলার প্রতিবাদে তারা সমাবেশ করে। এরপর সিলেটে লিফলেট বিতরণ করার সময় সংগঠনের ১০ সদস্য গ্রেপ্তার হয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, কিছু শক্তি আছে, যারা তরুণদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) তাদের ব্যাপারে নজরদারি করতে বলা হয়েছে। যদি কারো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাহলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।